সংবাদ

তারিখ 5 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে এডিবি

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বাংলাদেশকে দশ হাজার কোটি টাকা (এক হাজার ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ দিতে যাচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে এই অর্থ ব্যয় করতে হবে। এ ঋণ এ যাবতকালে বাংলাদেশকে দেয়া এডিবির সর্বোচ্চ ঋণ।

এডিবির প্রস্তাবিত ঋণের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার ৫৬ কোটি টাকা এবং কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে ৬০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। এই অর্থ প্রদানের বিষয়ে এডিবির দু'টি প্রতিনিধি দল গত মাসেই শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন স্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। নিজেদের দেয়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে ফিলিপাইনভিত্তিক এই দাতা সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল আগামী ১৭ ও ১৮ অক্টোবর ফের ঢাকায় আসছে। তবে সমস্যা হচ্ছে, এই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যবহারের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল

কোটি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

কোটি : টাকা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আছে কী না। কারণ শিক্ষার উন্নয়নে চলমান অধিকাংশ প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে ঢিমেতালে ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনায়। ভোগে বসেছে দুর্নীতি ও অনিয়ম। কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না। তাছাড়া সম্প্রতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নকৃত আটটি প্রকল্পকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে সংস্থাটি।

এডিবির ঋণ প্রস্তাবের বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা সরদার ইলিয়াস হোসেন সংবাদকে বলেছেন, সংস্থাটি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৭০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে আরও ৬০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার দিতে চাচ্ছে। দাতা সংস্থাটির প্রস্তাব অনুযায়ী ইতোমধ্যেই একটি স্টাডি বা অনুশীলন প্রকল্প অর্থাৎ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইএসআইপি) গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও চিফ প্লানিং জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, এডিবির এই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

এডিবির ঢাকা অফিস সূত্র জানায়, ৯ বছরমেয়াদি মোট তিনটি কিস্তিতে এক হাজার ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে বাংলাদেশকে। ২০১৩ সালে প্রথম কিস্তি শুরু হচ্ছে। এর প্রথম কিস্তি দেয়া হবে বর্তমানে বাস্তবায়নকৃত সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনায়, যার নাম হবে এসইএসআইপির জন্য। বাকি কিস্তি মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে কিংবা সরকারের কোষাগারে রেখেও ব্যয় করা যাবে। তবে শর্ত একটিই- তা হলো এই অর্থ ব্যয়ের কার্যক্রম শিক্ষানীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। পাশাপাশি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা মাল্টি ট্রান্স ফান্ডিং বা রেজাল্ট বেইজড ফান্ডিং চালু করতে হবে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে অর্থ ব্যবহারের সফলতা মূল্যায়ন করে অর্থ ছাড় করা হবে। আন্তর্জাতিক এই দাতা সংস্থার প্রস্তাবিত অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে একটি প্রোফাইল (খসড়া প্রস্তাব) তৈরি করতে ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবই চূড়ান্ত করতে ১৭ অক্টোবর ঢাকায় আসছেন এডিবির প্রতিনিধি দল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এডিবির পরামর্শক এবাদুর রহমান (উপসচিব) গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'বাংলাদেশকে ১৩শ' মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার প্রস্তাব এখন প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আসতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে। এ বিষয়ে এডিবির দু'টি বিশেষজ্ঞ দল এখন ঢাকায় কাজ করছে। রোববার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা থেকে আরেকটি প্রতিনিধি দল আসছে।'

এই ঋণদানের উদ্যোগকে বিশাল কর্মযজ্ঞ আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, '২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে এটা ভূমিকা রাখবে। তবে অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রায় সব প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু ত্রুটি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অদক্ষতা ছিল। কিন্তু এবার বিনিয়োগের বিষয়ে এডিবি খুব সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে। প্রকল্পের ডিজাইনে কোন ফল্ট (ত্রুটি) আছে কী না তা সুক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এবাদুর রহমান আরও জানান, 'বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে নিড বেইজড (প্রয়োজন অনুযায়ী) বিনিয়োগ করা হবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল খাতগুলো চিহ্নিত করে সেখানে বিনিয়োগ করা হবে। তবে এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এডিবির সঙ্গে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাও ইচ্ছে করলে বিনিয়োগ করতে পারে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও ডেনমার্কের একটি সংস্থা এডিবির সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।'